প্রথম আলো

তারিখ .. ২৩/৪/১০ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ......

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১২ শিক্ষক-কর্মকর্তা ও ১৫০ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ●

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার নয়জন শিক্ষক ও তিনজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করলেন রেজিস্ট্রার শাহজাহান আলী মণ্ডল। এতে অজ্ঞাতনামা ১৫০ জন শিক্ষার্থীকেও আসামি করা হয়েছে।

২০ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগে কোতোয়ালি থানায় গত বুধবার রাতে মামলাটি করা হয়। মামলার আসামি ১১ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা গতকাল বৃহস্পতিবার রংপুরের মুখ্য বিচারিক হাকিম আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করলে আদালত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেন। এ সময় একজন শিক্ষক অনুপস্থিত ছিলেন।

মামলায় অভিযুক্ত নয়জন শিক্ষক হলেন গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হাফিজুর রহমান, ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মতিউর রহমান, বাংলার সহকারী অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদ, পরিসংখ্যানের সহকারী অধ্যাপক আশরাফুল আলম, হিসাববিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক আপেল মাহমুদ, সহকারী অধ্যাপক শাহীনুর রহমান, প্রভাষক উমর ফারুক, কম্পিউটার সায়েন্সের সহযোগী অধ্যাপক ইলিয়াছ প্রামাণিক ও ইলেকট্রিক্যাল টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক ফেরদৌস আলম। তিনজন কর্মকর্তা হলেন সহকারী রেজিস্ট্রার আমিনুর রহমান, মোরশেদুল ইসলাম ও সহকারী পরিচালক (কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার) মামদুদুর রহমান।

এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার অভিযোগ এনে ১৮ এপ্রিল চারজন শিক্ষক ও দুজন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এরই জের ধরে ২০ এপ্রিল ক্যাম্পাসে সহিংস ঘটনা ঘটে, যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

এদিকে এ ঘটনার জের ধরে বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন এখন নগরজুড়ে। কয়েক দিন ধরে উপাচার্যের বিপক্ষে কয়েকটি রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের একটি অংশ পাল্টাপাল্টি সভা, সমাবেশ, মানববন্ধন ও অনশন কর্মসূচি পালন করেছে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি জেলা শাখার সভাপতি শাহাদত হোসেন ও জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত রাঙ্গা সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের ওপর মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাবুদ্দিন খলিফা বলেন, ২০ এপ্রিল উপাচার্যের বাড়িতে হামলার চেষ্টা ও ক্যাম্পাসে ভাঙচুরের অভিযোগে মামলাটি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহম্মদ আবদুল জলিল মিয়ার অনিয়ম-দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে গত ৫ জানুয়ারি থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা দুর্নীতিবিরোধী গণমঞ্চ গঠন করে আন্দোলন শুরু করেন। গত ১০ জানুয়ারি ছাত্রলীগের ব্যানারে বহিরাগত ব্যক্তিরা গণমঞ্চে হামলা চালালে ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মতিউর রহমান ও বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদ আহত হন। ওই দিনই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হয়। এর এক মাস ২০ দিন পর আবারও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সাংবাদিকদের কর্মসূচিতে ছাত্রনেতাদের একাত্মতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ●

প্রথম আলোর প্রতিনিধির বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারসহ ছয় দফা দাবি আদায়ে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের অবস্থান কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনের নেতারা।

ছয় দফা দাবি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কয়েক দফা আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে আবার কোনো সাড়া না দেওয়ায় গতকাল বৃহস্পতিবার তৃতীয় দিনের অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে সাংবাদিকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে অবস্থান নেন। গতকাল তৃতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি সকাল ১০টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত পালন করেছেন সাংবাদিকেরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান অব্যাহত থাকবে বলে গতকালও ঘোষণা দেওয়া হয়।

সংবাদ প্রকাশের জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ও *প্রথম আলোর* বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মিসবাহ উদ্দিনকে গত সোমবার রাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য মো. ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসের নির্বাহী আদেশে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। ওই দিন *প্রথম আলোর* সিলেট সংস্করণে 'শিক্ষক নিয়োগে নীতিমালা লঙ্ঘন' শিরোনামে প্রতিবেদন ছাপা হয়।

গতকাল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একনাগাড়ে চলা অবস্থান কর্মসূচিতে দুপুরের দিকে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি নাঈম হাসানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একটি প্রতিনিধিদল সেখানে গিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করে। পরে ছাত্রলীগের নেতা নাঈম হাসানসহ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উত্তম দাস, অঞ্জন রায়, আবদুর রশিদ খান, রাশেদ্র দাস, আবু নছর মণ্ডল, সাঈদ আকন্দ, আবদুল আওয়াল ও চয়ন বড়ুয়া দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি মেনে নিতে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিকেলে অবস্থানরত সাংবাদিক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছয় দফা দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন ও 'আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান' বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা।

অবস্থান কর্মসূচি পরিচালনায় গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুব্রত দাস বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমাদের কঠিন কর্মসূচি গ্রহণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ অবস্থায় আমরা ছয় দফা দাবি নিয়ে শিক্ষার্থীসহ অভিভাবক একাত্ম করে বড় পরিসরে আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করব।'